কসম সম্পর্কিত মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

دامت برکاتہم العالیہ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
ফিরিশতারা আমীন বলে	৩	দুইটিশিক্ষণীয় ফতোয়া	২০
কসমের সংজ্ঞা	৪	অত্যধিক কসম করার নিষেধাজ্ঞা	২২
কসম তিন প্রকার	৫	কসম সম্পর্কিত ১৫টি মাদানী ফুল	২২
মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ	৬	কথায় কথায় কসম করা উচিত নয়	২৩
সর্বপ্রথম শয়তান মিথ্যা কসম করেছিল	৬	ভুলে কসম করে ফেলল তবে?	২৩
কারো হক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপতকারী জাহান্নামী	৮	এমন কতগুলো শব্দ যেগুলো দিয়ে কসম হয় না	২৪
মিথ্যা কসমকারী হাশরে হাত-পা কাটা অবস্থায় হবে	৮	চার প্রকারের কসম	২৪
সতটি জমির হার (মালা)	৯	এমন কসম যা ভেঙ্গে দেওয়াতে কুফরের সম্ভাবনা রয়েছে	২৬
জনসাধারণের গমনাগমনের রাস্তা অযতা ঘেরাও করবেন না	১০	আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা কসম নয়	২৭
মিথা কসম ঘরকে বিরান করে দেয়	১১	অন্যকে কসম দেওয়ানো কসম নয়	২৭
ইহুদীরা রাসুলের শান গোপন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করত	১২	কসমে নিয়্যত ও উদ্দেশ্যের গুরুত্ব নেই	২৮
		কসমের কতিপয় শব্দ	২৯
নীল চক্ষুবিশিষ্ট মুনাফিক	১৩	তাজেদারে মদীনার কসমের শব্দাবলী	৩০
জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ হবে	১৪	হুযুর পুরনূর এর নামে কসম	৩০
মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ীদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে	১৫	বড় বড় গোঁফধারী বদমাশ	৩২
		কসমের হিফাজত করবেন	৩৪
মিথ্যা কসমের কারণে বরকত উঠে যায়	১৫	উত্তম কাজ করার জন্য কসম ভঙ্গ করা	৩৫
শুকরের মত লাশ	১৬	তালাকের কসম করা ও করারো কেমন?	৩৭
অন্তরে কালো বিন্দু	১৭	কসমের কাফ্ফারা	
কসম কেবল সত্যের উপরই করা যেতে পারে	১৮	কসমের কাফ্ফারার ১৩টি মাদানী ফুল	৩৯
মুসলমানের কসম বিশ্বাস করে নেওয়া উচিৎ	১৮	কাফ্ফারার জন্য কসমের শর্ত সমূহ	৩৯
তুমি চুরি করেনি		কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি	৪০
মুমিন কিভাবে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা শপথ করতে পারে!	১৯	কাফ্ফারার জন্য নিয়্যত শর্ত	৪১
		কাফ্ফারার রোযার নিয়্যতের দুইটি বিধান	৪৩
কুরআন উঠানো কসম কিনা?	১৯	কাফ্ফারার হকদার কে?	৪৪
		মারহাবা! মাদানীতরবিয়্যতী কোর্স মারহাবা	৪৫

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কসম সম্পর্কিত মাদানী ফুল[১]

শয়তান আপনাকে লাখো অলসতা দিক, তবুও এই রিসালা পরিপূর্ণ পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার খুব উপকারী জ্ঞান অর্জিত হবে।

ফিরিশতারা আমীন বলে

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে মদীনা, সুরুরে সিনা, হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: "**আল্লাহ্ তা'আলার** কিছু পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছে। যখন তারা যিকিরের মাহফিল সমূহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন একে অপরকে বলে, এখানে বস। যখন যিকিরকারীরা দো'আ করে তখন ফিরিশতারা ও তাদের দো'আর সাথে আমিন (অর্থাৎ কবুল হোক) বলে। যখন তারা নবীর উপর দরুদ প্রেরণ করে, তখন ঐ ফিরিশতারা ও তাদের সাথে দরূদ প্রেরণ করে। যতক্ষণ তারা এদিক সেদিক চলে না যায়, আর ফিরিশতারা একে অপরকে বলে যে, এ সৌভাগ্যবানদের জন্য সু-সংবাদ, তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে।"

(জামউল জাওয়ামে লিস্ সূয়ুতী, ৩য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংকরন **"নেকীর দাওয়াত"** (১ম অংশের) ১৩২ পৃষ্ঠায় **"কসম সম্পর্কিত মাদানী ফুল"** বিদ্যমান আছে। সহজতা ও উপকার সাধনের লক্ষ্যে রিসালা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। ----**মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।**

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল যেহেতু অধিকাংশ লোকদের মাঝে কথায় কথায় কসম করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, বার বার মিথ্যা কসমও খেয়ে বসতে দেখা যায়, তাওবা করারও কোন নাম নেই, কাফফারা দেয়ার চেতনাবোধও নেই, তাই উম্মতের মঙ্গল কামনার মাধ্যমে সাওয়াব লাভের আশায় নেকীর দাওয়াতস্বরূপ সামান্য ব্যাখ্যাসহ কসম ও এর কাফফারা সম্পর্কে মাদানী ফুল পেশ করছি। আশা করি, আপনারা তা গ্রহণ করে নিবেন। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করাতে কিংবা কতিপয় ইসলামী ভাই বসে দরস দেওয়াতে কেবল উপকারই হবে না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সর্বাধিক উপকার হিসাবেই গণ্য হবে।

কসমের সংজ্ঞা

কসমকে আরবি ভাষায় 'ইয়ামীন' বলা হয়। অর্থাৎ ডান দিক। যেহেতু আরব লোকেরা কসম করা ও গ্রহণ কালে সাধারণতঃ পরস্পর ডান হাত মিলাত, তাই একে ইয়ামীন বলে থাকে। ইয়ামীন শব্দটি আবার 'ইয়ামন' শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এর অর্থ হল বরকত ও শক্তি। কসমে যেহেতু **আল্লাহ্ তা'আলার** বরকতপূর্ণ নামও ব্যবহার করা হয়, এবং তা দ্বারা নিজের উক্তিতে শক্তি প্রদান করা হয়, তাই তাকে ইয়ামীন বলা হয়। অর্থাৎ বরকতপূর্ণ ও শক্তিশালী উক্তি বা কথা। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা) শরীয়াতের পরিভাষায় সেই চুক্তিকেই কসম বলা হয়, যার মাধ্যমে শপথকারী কোন কাজ করা বা না করা সম্পর্কে কঠিন ও মজবুত ইচ্ছা প্রকাশ করে। (দুররে মুখতার, ৫ম খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা) উদাহরণ স্বরূপ, কেউ বলল: '**আল্লাহ্র কসম**, আমি আগামী কাল তোমার সব ঋণ পরিশোধ করে দিব' -তাহলে এটি কসম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

কসম তিন প্রকার

কসম তিন প্রকার। যেমন; **(১) লাগ্‌ভ (২) গুমুস্‌** ও **(৩) মুন্‌আক্বিদ**।

(১) লাগ্‌ভ হল: অতীত কিংবা বর্তমান কোন বিষয়ে নিজের ধারণার (অর্থাৎ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে) শুদ্ধ মনে করে কসম করা, অথচ সেই কথা বাস্তবতার বিপরীত। যেমন: কোন ব্যক্তি কসম করল, '**আল্লাহ্‌র কসম!** যায়দ ঘরে নেই।' তার জানা মতে যায়েদ ঘরে বিদ্যমান নেই। সে কিন্তু নিজের ধারণা অনুযায়ী সত্য কসমই করেছে। বাস্তবে কিন্তু যায়েদ ঘরে ছিল। তাহলে এই কসমটিকে লাগ্‌ভ বলা হবে। এ ধরনের কসম মাফ যোগ্য। এই কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

(২) গুমুস হল: অতীত কিংবা বর্তমান কোন বিষয়ে জেনে-বুঝে মিথ্যা কসম করা। যেমন, কেউ কসম করল: '**আল্লাহ্‌র কসম!** যায়েদ ঘরে আছে।' অথচ সে জানে যে, যায়েদ ঘরে নেই। এরূপ কসমকে গুমুস বলা হবে। শপথকারী জঘন্য ধরনের গুনাহ্‌গার হবে। তার উপর ইস্তেগফার ও তাওবা করা ফরজ। কিন্তু কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

(৩) মুনআক্বিদ হল: ভবিষ্যতের জন্য কসম করা। যেমন, কেউ কসম করল, '**আল্লাহ্‌র কসম!** আমি আগামীকাল অবশ্যই তোমাদের ঘরে আসব।' কিন্তু সেদিন সে এল না। তাহলে সে কসম ভঙ্গ করল। তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সে গুনাহ্‌গারও সাব্যস্ত হবে। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

মোটকথা হল: শপথকারী যদি অতীত কিংবা বর্তমান কালের কোন বিষয়ে কসম করে, তাহলে হয়ত সেই কসম সত্য হবে, না হয় মিথ্যা হবে। সত্য হলে কোন অসুবিধা নেই।

মিথ্যা হয়ে থাকলে, সে যদি তা তার ধারণা মোতাবেক সত্য জেনে করে থাকে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। অর্থাৎ গুনাহ্ও নেই, কাফ্ফারাও নেই। অবশ্য সে যদি আগে থেকেই জানত যে, সে মিথ্যা কসমই করছে, তাহলে সে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে না। ভবিষ্যতে কোন কাজ করার বা না করার শপথ করে, আর সে যদি কসম পূর্ণ করে দেয়, তাহলে তো ভাল কথা। অন্যথায় কাফ্ফারা দিতে হবে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে কসম ভঙ্গ করার কারণে গুনাহ্গারও হবে। (এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে হবে)।

মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ্

মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হুযুরে আসওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তা'আলার** সাথে শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন প্রাণী হত্যা করা আর মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ্।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৭০)

সর্বপ্রথম শয়তান মিথ্যা কসম করেছিল

হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সিজদা না করার কারণেই শয়তান অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছিল। তাই সে তাঁর (আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর) ক্ষতি সাধন করার ফন্দিতে সুযোগ খুঁজছিল। হযরত সায়্যিদুনা আদম ও হাওয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام وَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করলেন: 'তোমরা উভয়ে জান্নাতে অবস্থান কর। যা যা ইচ্ছা হয় আনন্দ ভরে খাও। কিন্তু ওই বৃক্ষটির দিকে গমন করবে না। শয়তান কোনভাবে আদম ও হাওয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام এর নিকট এসে বলল: 'আমি কি আপনাদেরকে 'শজরে খুলদ'টি (চিরজীবি হতে পারার বৃক্ষটি) দেখিয়ে দিব?'

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام অগ্রাহ্য করে দিলেন। এবার শয়তান কসম করল: 'আমি আপনাদের শুভাকাংখী!' এঁরা (আদম ও হাওয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام) মনে করলেন যে, **আল্লাহ্**র নামে মিথ্যা কসম কে করতে পারে। এই ভেবে হযরত সায়্যিদাতুনা হাওয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তা হতে সামান্য খেলেন। অতঃপর হযরত আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে খেতে দিলেন। তিনিও খেয়ে নিলেন। (তাফসীরে আবদুর রাজ্জাক, ২য় খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা) যেমন: ৮ম পারার সূরা আরাফের ২০ থেকে ২১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿۲۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
"(২০) অতঃপর শয়তান তাদের মনে এই আশংকা সঞ্চয় করলো যে, তাদের সম্মুখে অনাবৃত করে দেবে তাদের লজ্জার বস্তুগুলো, যা তাদের থেকে গোপন ছিল এবং বলল, তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ থেকে এই জন্য নিষেধ করেছেন যে, তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা চিরজীবি হয়ে যাবে। (২১)এবং তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, 'আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাঙ্খী।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে লিখেছেন: অর্থ এই যে, ইবলিস শয়তান মিথ্যা কসম করে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে ধোঁকা দিয়েছিল, আর সর্বপ্রথম মিথ্যা কসমকারী ছিল ইবলিসই। হযরত আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ধারণাতেও ছিল না যে, **আল্লাহ্ তা'আলার** নাম নিয়ে কেউ কসম করে মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই তিনি তার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন।

কারো হক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথকারী জাহান্নামী

রাসুলে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কসম করে কারো হক নষ্ট করে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেন, তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন। আরজ করা হল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা যদি নগণ্য বা স্বল্প জিনিসই হয়ে থাকে? ইরশাদ করলেন: যদিও পীলূর একটি ডালও হয়ে থাকে।" (মুসলিম, ৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৮) পীলূ এক জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। যেটার ডাল ও শেঁকড় দিয়ে মিস্ওয়াক বানানো হয়।

মিথ্যা কসমকারী হাশরে হাত-পা কাটা অবস্থায় হবে

জনৈক হাজরামী (ইয়ামনের হাজরামওত নগরীর বাসিন্দা) আর এক কিন্দী (কিন্দা সম্প্রদায়ের লোক) **মদীনার তাজেদার, রাসুরদের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইয়ামনের এক খন্ড জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে হাজির হল। হাজরামী বলল: **হে আল্লাহ্র রাসুল!** আমার জমিটি তার পিতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এখন তা এই লোকটির হাতে রয়েছে।

এটা শুনে **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কি কোন সাক্ষী আছে? সে বলল: নেই। কিন্তু আমি তার নিকট হতে কসম নিব, সে **আল্লাহ্ তা'আলার** নামে কসম করে বলুক যে, যে জমিটি তার পিতা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তা যে আমার জমি সে বিষয়ে সে জানে না। কিন্দী লোকটি কসম করার জন্য প্রস্তুত হল। এমন সময় **রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কারও সম্পদ দখল করবে, সে **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারে হাত-পা কাটা অবস্থায় উপস্থিত হবে। এই বাণীটি শুনে কিন্দী লোকটি বলে দিল: জমিটি তারই (হাজরামীরই)।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৪৪)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসের টীকায় লিখেছেন: سُبْحٰنَ الله! এই প্রভাব সেই পবিত্র ফয়েজসমৃদ্ধ জবানের। মাত্র দুইটি কথায় কিন্দী লোকটির মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, আর সত্য কথা বলে দিয়ে জমি সম্পর্কে দাবি প্রত্যাহার করল। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৩)

সাতটি জমির হার (মালা)

সূদের মাধ্যমে অন্যের জায়গায় অবৈধ দখল করে ঘর-বাড়ি নির্মাণকারী লোকেরা, অন্যের পক্ষ হতে ঠিকায় প্রাপ্ত ফসলী জমি-জমা হস্তক্ষেপকারী কৃষকেরা এবং খেয়ানতকারী জমিদারেরা যেন তাড়াতাড়ী তাওবা করে নেয়। যাদের যাদের হক নষ্ট করেছে বা দখল করেছে সেগুলো যেন শীঘ্র ফিরিয়ে দেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

কারণ, মুসিলম শরীফে **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি অন্যের এক বিঘত পরিমাণ জমিও অবৈধ পন্থায় ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত জমিনের মালা পরিয়ে দেওয়া হবে।"

(সহীহ মুসলিম, ৮৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬১০)

জনসাধারণের গমনাগমনের রাস্তা অযথা ঘেরাও করবেন না

কেউ কেউ সাধারণ গমনাগমনের রাস্তা-ঘাট অযথা ঘেরাও করে থাকেন। যা লোকজনের ভোগান্তির কারণ হয়। যেমন: **(১)** ঈদুল আযহার দিনগুলোতে কুরবানীর পশু বিক্রি করার জন্য, ভাড়ায় রাখার জন্য, কিংবা জবাই করার জন্য কোথাও কোথাও অযথা সম্পূর্ণ রাস্তাই ব্যবহার করে। **(২)** লোকজনের কষ্ট হয় এমন পর্যায়ে রাস্তায় ময়লা ইত্যাদি ফেলে। ভবন নির্মাণ ইত্যাদির জন্য অযথা ইট, বালি, কংকর ইত্যাদি স্তুপ করে রাখে। এমনিভাবে নির্মাণ কাজ শেষে বেঁচে যাওয়া সামগ্রী মাসের পর মাস সেখানে ফেলে রাখা হয়। **(৩)** বিয়ে-শাদীতে, ভোজের আয়োজনে, কিংবা যে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে, মেজবান ও ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে রাস্তায় ডেক পাকানো হয়ে থাকে। এতে কখনো কখনো মাটি গর্ত হয়ে যায়। পরে তাতে কাদা ও দুর্গন্ধময় পানি জমে মশা ইত্যাদি জন্মায়, আর রোগ ছড়ায়। **(৪)** সাধারণের গমানাগমনের রাস্তাগুলো খনন করা হয়। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর ভর্তি করে সমতল করে দেওয়া হয় না। **(৫)** বসবাসের জন্য কিংবা ব্যবসার জন্য অবৈধ হস্তক্ষেপে জায়গা দখল করে নেয়। এতে করে লোকজনের রাস্তা ছোট ও সংকীর্ণ হয়ে যায়। এসবের জন্য এটি চিন্তার বিষয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'জাহান্নামে মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল'** নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ৮১৬ নম্বর পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কবীরা গুনাহ্ নম্বর ২১৫-তে এই কর্মকান্ডকে কবীরা গুনাহ্ বলে আখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: সাধারণ মানুষের গমনাগমনের রাস্তায় শরীয়াত-বিরুদ্ধ ভাবে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা কিংবা এমনভাবে দখল করে রাখা বা ব্যবস্থা নেওয়া যাতে লোকজনের অসুবিধা হয়, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: এতে করে লোকজনের ক্ষতি, ভোগান্তি এবং অন্যায়ভাবে তাদের হক নষ্ট করা পাওয়া যাচ্ছে। **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিল, কিয়ামতের দিন ততটুকু পরিমাণ করে সাত স্তরের জমির মালা বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে।"

(সহীহ্ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৯৮)

মিথ্যা কসম ঘরকে বিরান করে দেয়

মিথ্যা কসমের ক্ষতিসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মিথ্যা কসম ঘরকে বিরান করে দেয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা) অন্য এক জায়গায় লিখেন: অতীতের কথার উপর জেনে শুনে মিথ্যা শপথকারীর উপর যদিও এর কোন কাফ্ফারা নেই। (কিন্তু) তার শাস্তি হল যে, জাহান্নামের ফুটন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩ তম খন্ড, ৬১১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন! **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যিনি সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, যাঁর কাছে কিছুই গোপন নয়, এমনকি অন্তর সমূহের ভাবগুলোও যিনি ভালভাবে জানেন, যিনি রহমান, যিনি রহীম, যিনি কাহ্হার, যিনি জাব্বার সেই বিশ্ব-প্রতিপালকের নাম নিয়ে মিথ্যা কসম করা কত বড় মুর্খতা হতে পারে! তাও আবার পার্থিব কোন সাময়িক উপকার প্রাপ্তির এবং কিছু টাকা-পয়সার জন্য।

ইহুদীরা রাসুলের শান গোপন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করত

ইহুদী পাদ্রী এবং তাদের নেতা আবু রাফে, কেনানা বিন আবিল হুকাইক, কাআব বিন আশরাফ, হুবাই বিন আখতাব প্রমূখ **আল্লাহ্ তা'আলার** সেসব প্রতিশ্রুতিগুলো গোপন করে ফেলেছিল যা **রহমতে আলম, রাসুলে মুহতারাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনার সম্পর্কে তাওরাত শরীফে বর্ণিত হয়েছিল। এভাবে যে, তারা সেগুলো পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং তদস্থলে নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের হাতে অন্য কিছু লিখে দিয়েছিল, আর মিথ্যা কসম খেয়ে বলত, এসব **আল্লাহ্ তা'আলার** পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এ সব তারা তাদের দলের মুর্খদের পক্ষ হতে ঘুষ ও ধন অর্জনের জন্যই করেছিল তাদের সম্পর্কে এই আয়াতে মোবারাকাটি নাযিল হয়:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ
اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ
إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

(তাফসীরে খাযেন, ১ম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যারা **আল্লাহ্**র প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের কসমের বিপরীতে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের জন্য কোন অংশ নেই এবং **আল্লাহ্ তা'আলা** কিয়ামতের দিনে না তাদের সাথে কথা বলবেন, না দৃষ্টিপাত করবেন এবং না তাদেরকে পবিত্র করবেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৭৭)

নীল চক্ষুবিশিষ্ট মুনাফিক

আবদুল্লাহ ইবনে নব্তল্ (নামের জনৈক) মুনাফিক (ছিল) যে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত থাকত, আর এখানকার সব কথা ইহুদীদের নিকট পাচার করত। একদা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরবারে উপস্থিত ছিলেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এক্ষুণি একজন লোক আসবে, যার অন্তর খুবই কঠিন। সে দেখে শয়তানের চোখে। কিছুক্ষণ পর আব্দুল্লাহ্ ইবেন নব্তল্ এল, তার চোখগুলো নীল ছিল।" **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: "তুমি আর তোমার সাথীরা আমাকে গালি দাও কেন?" তখন সে কসম খেয়ে বলল: সে এরূপ করে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

সে তার সাথীদের নিয়ে এল। তারাও কসম করল: 'আমরা আপনাকে গালি দেইনি।' এই ঘটনায় নিচের আয়াতটি নাযিল হয়:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لَا مِنْهُمْ ۙ وَ يَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আপনি কি তাদের দেখেননি যারা এমন লোকদের বন্ধু হয়েছে যাদের উপর **আল্লাহ্**র গজব রয়েছে? তারা না তোমাদের মধ্য থেকে, না তাদের মধ্য থেকে। তারা বুঝে-শুনে মিথ্যা শপথ করে।"

(পারা: ২৮, সূরা: মুজাদালা, আয়াত: ১৪)

(খাযায়িনুল ইরফান)

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ হবে

বর্ণিত আছে: কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তা'আলা**র সামনে আনা হবে। **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিবেন। সে আবেদন করবে: **হে আল্লাহ!** আমাকে কী কারণে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? ইরশাদ হবে: তোমাকে এ কারণেই জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে যে, তুমি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর নামায পড়তে, আর আমার নামে মিথ্যা শপথ করতে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ীদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত: **আল্লাহ্‌র মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব, মুনায্যাহি আনিল উয়ুব, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তিন ব্যক্তি এমন যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করবেন, না তাদের পবিত্রতা দান করবেন, বরং তাদের জন্য কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **আল্লাহ্‌র হাবীব, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এ কথাগুলো তিনবার করে ইরশাদ করেছেন। এরপর আমি আরজ করলাম: তারা তো (তাহলে) ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। তারা কারা? তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **(১)** যে ব্যক্তি লুঙ্গী অহংকার সহকারে ঝুলিয়ে পরিধান করে, **(২)** যে ব্যক্তি উপকার করে খোঁটা দেয় এবং **(৩)** যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে। (সহীহ মুসলিম, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭১ (১০৬))

মিথ্যা কসমের কারণে বরকত উঠে যায়

উক্ত বর্ণনা থেকে বিশেষ করে ব্যবসায়ী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মিথ্যা কসম করে পণ্যা বিক্রি করে থাকেন, পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে খারাপ ও নষ্ট পণ্য চড়া দামে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করারজন্য একের পর এ কসম করতে থাকে, এতে কোন রকমের লজ্জা ও সংকোচ অনুভব করে না, তাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, **কিয়ামতের দিনের সুপারিশকারী, দোজাহানের মালিক-মুখতার, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য তো বিক্রি হয়ে যায়, কিন্তু বরকত উঠে যায়।"

(কানযুল উম্মল, ১৬তম খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৬৩৭৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে: "কসম পণ্য বিক্রয় করিয়ে দেয়, তবে বরকত উঠিয়ে দেয়।" (বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৮৭) প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসটির টীকায় লিখেন: বরকত উঠে যাওয়া মানে আগামীতে ব্যবসায় পন্ড হয়ে যাওয়া অথবা ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেওয়া। অর্থাৎ যদি তুমি মিথ্যা কসম খেয়ে প্রতারণামূলক অন্যকে ক্রুটিপূর্ণ কোন পণ্য বিক্রি করে থাক, সে হয়ত একবারই প্রতারিত হবে, দ্বিতীয়বার কিন্তু আর আসবে না। কাউকে আসতেও দিবে না অথবা যে টাকাটা তুমি তার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছ তাতে বরকত হবে না। কারণ, হারাম উপার্জনে বরকত নেই।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

শুকরের মত লাশ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'কাফন চোর'** নামক রিসালায় উল্লেখ রয়েছে: কোন এক সময় খলিফা আবদুল মলিকের কাছে ভীত-শঙ্কিত অবস্থায় এক কাফন চোর এসে বলল: জাহাঁপনা! আমি একজন অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ব্যক্তি। আমি জানতে চাই যে, আমার গুনাহ্ ক্ষমা হওয়ার কোন রাস্তা আছে কি না? খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ্ কি আসমান-জমিন থেকেও বড়? সে বলল: হ্যাঁ! বড়। খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ্ কি লওহ ও কলম থেকেও বড়? সে বলল: হ্যা! বড়। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার গুনাহ কি আরশ ও কুরছি থেকেও বড়? জবাব দিল: হ্যাঁ! বড়। খলিফা এবার বললেন: ভাই! তোমার গুনাহ তো **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমত থেকে অবশ্যই বড় হবে না?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

এ কথা শোনার সাথে সাথে লোকটির মনের পূঞ্জীভূত বাধভাঙ্গা জোয়ার চোখের অশ্রু হয়ে অনর্গল ভাবে ঝরতে আরম্ভ করল। সে অঝোর নয়নে কান্না করতে লাগল্ খলিফা বললেন: এবার একটু জানতে পারি কি তোমার গুনাহ্টি কী? প্রশ্নের জবাবে সে বলল: হুযুর! আপনাকে বলতে আমার বড় লজ্জাবোধ হচ্ছে। তবু বলছি, এতে করে হয়ত আমার তাওবা করার কোন একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই বলে সে তার ভয়ংকর কাহিনী বলতে আরম্ভ করল। বলল: জাহাঁপনা! আমি হচ্ছি একজন কাফন চোর। আজ রাতে আমি পাঁচটি কবর হতে শিক্ষা অর্জন করেছি এবং তাওবা করার নিয়্যত করেছি। অতঃপর লোকটি পাঁচটি কবরের শিক্ষামূলক অবস্থার কথা বর্ণনা করল। একটি কবরের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সে জানাল, কাফন চুরি করার উদ্দেশ্যে আমি যেই কবরটি খনন করলাম, হৃদয়-বিদারক এক দৃশ্য দেখতে পেলাম। দেখলাম, মুর্দার চেহারাটি শুকরের মুখের মত হয়ে গেছে। আর সে গলায় শিকলবদ্ধ ছিল। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, সে মিথ্যা কসম করত আর হারাম রুজি উপার্জন করত। (তাজকিরাতুল ওয়ায়েজীন, ৬১২ পৃষ্ঠা)

অন্তরে কালো বিন্দু

খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কসম করে আর সাথে মাছির পাখা পরিমাণও মিথ্যা মিলিয়ে দেয়, তবে সেই কসমটি তার অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত কালো একটি বিন্দু সৃষ্টি হয়ে থাকবে।"

(ইত্হাফুস সাদাতি লিয যুবাইদী, ৯ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

কসম কেবল সত্যের উপরই করা যেতে পারে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাগ্রত হোন! কেঁপে উঠুন! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তা'আলার** শাস্তি সহ্য করার মত নয়। অতীতে মিথ্যা কসম করে থাকলে অতি শীঘ্রই তাওবা করে নিন। এ কথা ভালভাবে মনে রাখবেন যে, প্রয়োজন সাপেক্ষে কসম যদি করতেই হয়, তাহলে কেবল সত্য কসমই করবেন।

মুসলমানের কসম বিশ্বাস করে নেওয়া উচিৎ

কোন মুসলমান যদি আমাদের সামনে কোন বিষয়ে কসম করে তাহলে ভাল ধারণা রেখে আমাদের উচিৎ তার কসমকে বিশ্বাস করে নেওয়া। ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'মুসলমান ভাইয়ের কসমকে বিশ্বাস করা আর তা পূর্ণ করা মুস্তাহাব। শর্ত হল তাতে ফিত্না ইত্যাদির আশঙ্কা না থাকা।'

(শরহে মুসলিম লিন নববী, ১৪তম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

তুমি চুরি করোনি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ্‌র মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব মুনাযযাহি আনিল উয়ুব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "(হযরত) ঈসা ইবনে মরিয়ম এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে তাকে বললেন: তুমি চুরি করেছ। সে বলল: যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তার কসম! কখনো না। তখন (হযরত) ঈসা বললেন: আমি **আল্লাহ্‌র** উপর ঈমান এনেছি আর আমি নিজেকে নিজে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলাম।"

(সহীহ্ মুসলিম, ১২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৬৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মুমিন কীভাবে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করতে পারে!

আল্লাহু আকবর! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কসমকারীর সাথে কীরূপ উদার আচরণ করলেন। প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই কসমকারী লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র উদারতার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন: অর্থাৎ এই কসমের কারণে আমি তোমাকে সত্য জানলাম। কারণ, কোন মুমিন ব্যক্তি **আল্লাহ্ তা'আলা**র নামে মিথ্যা কসম করতে পারে না। কেননা, তার **আল্লাহ্ তা'আলা**র নামের মহত্ববোধ কাজ করে। আমি নিজের ভ্রান্ত ধারণা বলে মেনে নিচ্ছি যে, আমার চোখ ভূল দেখেছে। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কুরআন উঠানো কসম কি না?

পবিত্র কুরআনের কসম খাওয়া কসমই। অবশ্য কেবল কুরআন শরীফ উঠিয়ে কিংবা সামনে রেখে অথবা কুরআনে হাত রেখে কোন কথা বলা কসম নয়। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ১৩তম খন্ডের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: মিথ্যা বিষয়ে পবিত্র কুরআনের কসম করা জঘন্যতম কবীরা গুনাহ্। সত্য বিষয়ে কুরআনুল করীমের কসম করাতে কোন সমস্যা নেই। প্রয়োজন সাপেক্ষে উঠাতেও পারবে। কিন্তু এটি কসমকে অত্যন্ত দৃঢ়তা দান করে। বিশেষ কোন কারণ ও প্রয়োজন ছাড়া এ কাজ না করা উচিৎ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

তাছাড়া ৫৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: হ্যাঁ, কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে কিংবা তাতে হাত রেখে কোন কথা বলা যদি শব্দগতভাবে কসম ও শপথের সাথে না হয়ে থাকে, তাহলে তা হলফে শরয়ী বা শরীয়াত সম্মত কসম হবে না। (অর্থাৎ কেবল কুরআন শরীফ উঠানো কিংবা তাতে হাত রাখাকে শরীয়াত মতে কসম আখ্যা দেওয়া যাবে না।) যেমন; কেউ বলল: 'আমি কুরআন শরীফে হাত রেখে বলছি, এমন এমন করব।' পরে সে তা করল না। তাই সেটি যেহেতু কসমই হয়নি, তাই কাফ্ফারা দিতে হবে না। وَ اللّٰهُ تَعَالٰی أَعْلَمُ **(আল্লাহ্ তা'আলাই** সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত)

দুইটি শিক্ষণীয় ফতোয়া

(১) মদ্যপায়ী কুরআন উঠিয়ে কসম করল, আবার ভেঙে ফেলল!!!

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ১৩তম খন্ডের ৬০৯ পৃষ্ঠায় এক মদ্যপায়ী সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করা হল: কোন ব্যক্তি চারজন ব্যক্তির সামনে কুরআন শরীফ উঠিয়ে শপথ করেছে যে, আগামীতে সে মদ পান করবে না। পরে কিন্তু পান করেছে। এই প্রশ্নটির বিস্তারিত জবাবের শেষের দিকে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: সে যদি কুরআন উঠিয়ে কুরআনের নামে শপথ করে থাকে কিংবা **আল্লাহ্ তা'আলার** নামে কসম করে থাকে, আর তা মুখে উচ্চারণ করে থাকে, পরে কসম ভেঙ্গে দেয়, তাহলে তার উপর কাফ্ফারা আবশ্যক। আর সে যদি কুরআন শরীফ উঠিয়ে কসম খেয়ে থাকে, তাহলে ব্যাপারটি বড়ই জঘন্য। কারণ, সে কুরআন উঠিয়ে তার বিপরীত পুনরায় মদ পান করেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এতে করে বিষয়টি কুরআন শরীফের অবমাননা পর্যন্ত গড়িয়েছে। সে পবিত্র কুরআনের মহত্বের শানকে অপমাণিত করেছে। তাই এই জঘন্য কর্মকান্ডের জন্য (অর্থাৎ কসম শব্দ উচ্চারণ করেনি, কেবল কুরআন মজীদ উঠিয়েছে) কাফ্ফারা দিতে হবে না। বরং এ জন্য তার আবশ্যক যে, আর দেরি না করে তাওবা করে নেওয়া, আর সেই মন্দ কাজ (মদ পান করা) ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প পোষণ করা। অন্যথায় সে পুনরায় **আল্লাহ্ তা'আলা**র পক্ষ থেকে বেদনাদায়ক শাস্তি এবং জাহান্নামের আগুনের জন্য অপেক্ষা করুক, **আল্লাহ্**র পানাহ! আর সে যদি মুখে কসম শব্দ উচ্চারণ না করে থাকে, বরং সেই কুরআন উঠানোকেই কসম হিসাবে সাব্যস্ত করে থাকে, তাহলে সেই কসমের বিধানও সে রকমই। অর্থাৎ কাফ্ফারা নেই। বরং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির অপেক্ষা করুক।

(২) মিথ্যা শপথকারীকে জাহান্নামের টগবগ করা সমুদ্রে ডুবানো হবে

প্রশ্ন: খোদা নামে মিথ্যা কসম করার কারণে কি কাফ্ফারা দিতে হবে? একই সময়ে যদি কয়েক বার করে **আল্লাহ্ তা'আলা**র নামে মিথ্যা কসম করে থাকে, তাহলে কাফ্ফারা কি একবারই দেবে? না কি প্রতিবারের কসমের জন্য একটি একটি করে দিবে?

উত্তর: অতীতের কোন বিষয়ে জেনে-শুনে মিথ্যা কসম করাতে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। এ রকম মিথ্যা কসমের শাস্তি হচ্ছে, তাকে জাহান্নামের ফুটন্ত সমুদ্রে ডুব দেওয়ানো হবে, আর যদি ভবিষ্যতের কোন বিষয় নিয়ে কসম করে থাকে, আর তা পূরণ না করে থাকে, তাহলে কাফ্ফারা দিতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

একবার কসম করলে কাফ্ফারা একবার দিবে। দশবার করলে দশবার। وَ اللهُ تَعَالٰی أَعْلَمُ (**আল্লাহ্ তা'আলাই** সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত)

অত্যাধিক কসম করার নিষেধাজ্ঞা

২য় পারার সূরা বাকারার ২২৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

وَ لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَیْمَانِكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং **আল্লাহ্**কে তোমাদের শপথগুলোর (এ মর্মে) নিশানা বানিয়ে নিওনা।"

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উক্ত আয়াতের টীকায় লিখেছেন: কিছু মুফাস্সির এও বলেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা অধিক হারে কসম খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয়। (হাশিয়াতুস সাবী, ১ম খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম নাখায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেছেন: 'আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা কখনো কসম ও ওয়াদা করলে আমাদের মুরব্বীরা আমাদের পিটাতেন।' (সহীহ্ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৫১)

তু ঝুটি কসমো ছে মুঝ কো সদা বাচা ইয়া রব!
না বাত বাত পে খাওঁ কসম খোদা ইয়া রব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কসম সম্পর্কিত ১৫টি মাদানী ফুল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'বাহারে শরীয়াত'** ২য় খন্ডের ২৯৮ থেকে ৩১১ এবং ৩১৯ পৃষ্ঠা হতে কসম ও কাফ্ফারা সংক্রান্ত ১৫টি মাদানী ফুল পেশ করছি (প্রয়োজনে কোন কোন স্থানে পরিবর্তন করা হয়েছে)।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কথায় কথায় কসম করা উচিত নয়

(১) কসম করা জায়েয। কিন্তু যতটুকু সম্ভব কম করা উত্তম। কথায় কথায় কসম করা উচিত নয়। কেউ কেউ তো কসমকে কথার অংশ বানিয়ে ফেলেছে। (অর্থাৎ কথার ফাঁকে ফাঁকে কসম করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে)। অর্থাৎ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের মুখ হতে কসম বের হতেই থাকে। সে এতটুকু খেয়ালও করে না যে, তার কথাটা কি সত্য না মিথ্যা। এ খুবই দোষণীয় বিষয়, আর **আল্লাহ্ তা'আলা** ব্যতীত অন্য কোন নামে কসম করা মাকরূহ্। শরীয়াতের দৃষ্টিতে তা কসমও না। অর্থাৎ এ ধরনের কসম ভঙ্গ করাতে কাফ্ফারাও দিতে হয় না।

ভুলে কসম করে ফেলল তবে?

(২) ভুলবশতঃ কসম খেয়ে বসল, যেমন: বলতে চেয়েছিল, 'পানি নাও, পানি পান করব।' কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ ভুলে তার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, '**আল্লাহ্‌র কসম!** আমি পানি পান করব না।' এমতাবস্থায় এটিও কসমই হয়ে গেল। ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

(৩) কসম কেউ নিজে থেকে ভঙ্গ করুক, কিংবা কারো চাপের মুখে, ইচ্ছাকৃত ভাঙ্গুক বা অনিচ্ছায় বা ভুলে, সর্বাবস্থায় কাফ্ফারা দিতে হবে। বরং বেহুশি বা মাতাল অবস্থাতেও যদি কসম ভঙ্গ করে তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, যখন সে হুশ অবস্থায় কসম খেয়ে থাকে আর যদি বে-হুশ অবস্থায়, পাগল অবস্থায় কসম খেয়ে থাকলে কসম হবে না, কারণ! কসমে আকল (বুদ্ধি) বিদ্যমান থাকা শর্ত, আর সে বুদ্ধিমান নয়। (তাবঈনুল হাকায়িক, ৩য় খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এমন কতগুলো শব্দ যেগুলো দিয়ে কসম হয় না

(৪) এসব শব্দ কসম নয়, যদিও এগুলো বলাতে গুনাহ্গার হবে, যদি সে তার কথায় মিথ্যুক হয়ে থাকে: আমি যদি এরূপ করি, তাহলে আমার উপর **আল্লাহ্ তা'আলা**র গযব হবে। তাঁর আযাব হোক। খোদার লানত পড়ুক। আমার উপর আসমান ভেঙ্গে পড়বে। আমি মাটিতে ধ্বসে যাব। আমার উপর খোদার শাস্তি হবে। **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফাআত মিলবে না। আমার **আল্লাহ্**র দিদার নসিব হবে না। মরার সময় কলেমা নসিব হবে না।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)

চার প্রকারের কসম

(৫) কিছু কসম এমন যে, সেগুলো পূর্ণ করা আবশ্যক। যেমন: কোন ব্যক্তি এমন কোন বিষয়ে কসম করল, যে বিষয়টি কসম না করলেও তার উপর করা আবশ্যক ছিল অথবা সে গুনাহ্ হতে বাঁচার কসম করল (অথচ কসম না করলেও গুনাহ্ থেকে এমনিতেই বাঁচা আবশ্যক) এমতাবস্থায় কসমটিকে সত্যে পরিণত করা তার উপর আবশ্যক। যেমন: (সে বলল) **আল্লাহ্**র কসম, আমি যোহরের নামায পড়ব। অথবা বলল: **আল্লাহ্র** কসম, আমি চুরি, যেনা করব না। **কসমের দ্বিতীয়** প্রকার হল সেটি ভঙ্গ করে দেওয়া আবশ্যক। যেমন: কেউ গুনাহ্ করার কিংবা ফরজ-ওয়াজিব জাতীয় কোন কাজ না করার কসম করল। যেমন: কসম করল নামায পড়ব না বা চুরি করব বা মাতা-পিতার সাথে কথা বরব না, তাহলে সে অবশ্যই কসম ভঙ্গ করবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

তৃতীয় প্রকার কসম হল সেটি ভঙ্গ করে দেওয়া মুস্তাহাব। যেমন: সে এমন কোন বিষয়ে কসম করল, যেটি ভঙ্গ করলে মঙ্গল বেশি রয়েছে। তাহলে এমন কসম ভেঙ্গে দিয়ে সেটিই করবে যা এর চেয়ে মঙ্গলজনক। **চতুর্থ প্রকার** হল সে মুবাহ্ কোন বিষয়ে কসম করল। অর্থাৎ যেটি করা আর না করা সমান কথা। সেক্ষেত্রে কসম রক্ষা করা উত্তম। (আল মাবসুত লিস সরখ্সী, ৪র্থ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

(৬) আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত নাম আছে সেগুলোর যে কোন একটির উপর কসম করলে কসম হয়ে যাবে। যদিও কথাবার্তায় সেসব নামের কসম করা হোক বা না হোক। যেমন: **আল্লাহ্**র কসম, খোদার কসম, রহমানের কসম, রহীমের কসম, পরওয়ারদিগারের কসম। এমনিভাবে **আল্লাহ্ তা'আলা**র যে সমস্ত গুণাবলীর কসম খাওয়া যায় খেল, কসম হয়ে যাবে। যেমন: **আল্লাহ্ তা'আলা**র ইজ্জত ও জালালিয়াতের কসম, **আল্লাহ্ তা'আলা**র কিবরিয়ায়ির কসম, **আল্লাহ্র** মহত্বের কসম, **আল্লাহ্র** বড়ত্বের কসম, **আল্লাহ্র** মহানত্বের কসম, **আল্লাহ্র** কুদরত ও কুওয়তের কসম, কুরআনের কসম, কালামুল্লাহ্র কসম ইত্যাদি। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

(৭) এসব শব্দ ব্যবহার করলেও কসম হয়ে যাবে: আমি শপথ করছি, আমি কসম করছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি **আল্লাহ্**কে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার উপর কসম, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه আমি এ কাজ করব না। (প্রাগুক্ত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এমন কসম যা ভেঙ্গে দেওয়াতে কুফরের সম্ভাবনা রয়েছে

(৮) আমি যদি এ কাজটি করি কিংবা করেছি তাহলে আমি ইহুদী, খ্রীষ্টান, কাফির, কাফেরের দলের, মৃত্যু কালে ঈমান নসিব হবে না, বে-ঈমান মরব, কাফির হয়ে মরব, আর এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ অত্যন্ত জঘন্য। কারণ, সে যদি মিথ্যা কসম করে থাকে কিংবা কসম ভঙ্গ করে থাকে, তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে সে কাফির হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এ ধরনের মিথ্যা কসম করে তার সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে: "সে তেমনই যেমন সে বলেছে। অর্থাৎ ইহুদী হওয়ার কসম করলে ইহুদী হয়ে গেছে।" এমনিভাবে সে যদি বলে: **আল্লাহ্** জানেন যে, আমি এমনটি করিনি। অথচ সে তা মিথ্যা বলেছে। এমতাবস্থায় অধিকাংশ আলিমে দ্বীনের মত অনুযায়ী সে কাফির হয়ে যাবে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা)

কোন বস্তুকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়া

(৯) যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে নিজের উপর হারাম করে নেয়, যেমন বলে: 'অমুক জিনিসটি আমার জন্য হারাম', এরূপ বলে দেওয়াতে সে জিনিসটি তার জন্য হারাম হবে না। কারণ, যে বস্তু স্বয়ং **আল্লাহ্ তা'আলা** হালাল করে দিয়েছেন, কে তা হারাম করতে পারে? কিন্তু যে জিনিসটিকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছে, সেটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হবে। কারণ, এটিও কসম। (তাবঈনুল হাকায়িক, ৩য় খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা) 'তোমার সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম' এটিও কসম। কথা বলতে গেলে কাফ্ফারা দিতে হবে।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা কসম নয়

(১০) আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে কসম কসমই নয়। যেমন: তোমার কসম, আমার কসম, তোমার প্রাণের কসম, আমার জীবনের কসম, তোমার মাথার কসম, আমার মাথার কসম, চোখের কসম, যৌবনের কসম, মাতা-পিতার কসম, সন্তানের কসম, ধর্মের কসম, মাজহাবের কসম, ইলমের কসম, কাবার কসম, **আল্লাহ্**র আরশের কসম, **আল্লাহ্**র রাসুলের কসম।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

(১১) '**আল্লাহ্** এবং রাসুলের কসম এ কাজটি করব না' এটি কসম নয়। (প্রাগুক্ত, ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা)

(১২) 'আমি যদি এরূপ করে থাকি, তাহলে কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যাব' বলা কসম। আর যদি বলে, 'আমি এ কাজটি করলে কাফির আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে' কসম নয়। (প্রাগুক্ত, ৫৮ পৃষ্ঠা)

অন্যকে কসম দেওয়ানো কসম নয়

(১৩) অপরকে কসম দেওয়ানোতে কসম হবে না। যেমন: বলল, 'তোমাকে খোদার কসম দেওয়ালাম, এ কাজটি করবে' এতে যাকে কসম দেওয়ানো হল তার পক্ষ থেকে কসম হবে না। অর্থাৎ কাজটি না করার কারণে তার উপর কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না। এক ব্যক্তি কারো কাছে গেল ঐ ব্যক্তি উঠতে চাইল, আগত ব্যক্তি বলল: খোদার কসম উঠবেন না আর (যাকে বললেন) ঐ ব্যক্তি দাড়িয়ে গেলেন, তবে ঐ শপথকারীর উপর কাফ্ফারা দিতে হবে না।

(প্রাগুক্ত, ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(১৪) এ ক্ষেত্রে একটি নীতি মনে রাখতে হবে যে, কসমের ব্যাপারে যে বিষয়টি সর্বদা গুরুত্ব দিতে হবে সেটি হল কসমের শব্দগুলো থেকে সেই অর্থটিই গ্রহণ করতে হবে, স্থানীয় জনগণ সেই শব্দগুলোকে যে অর্থে ব্যবহার করে থাকে। যেমন: কেউ কসম করল, 'আমি কোন ঘরে যাব না'। অথচ সে মসজিদে বা কাবা শরীফে গেল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না, যদিও এগুলোও ঘরই। এভাবে গোসল খানায় গেলেও কসম ভঙ্গ হবে না।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

কসমে নিয়্যত ও উদ্দেশ্যের গুরুত্ব নেই

(১৫) কসমে শব্দেরই গুরুত্ব হবে। এর গুরুত্ব হবে না যে, এই কসম দ্বারা উদ্দেশ্য কী? অর্থাৎ শব্দগুলোর অর্থ গ্রহণ করা হবে স্থানীয়ভাবে কথাবার্তায় যে অর্থে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় তা। কসমকারীর নিয়্যত বা উদ্দেশ্য গুরুত্ব পাবে না। যেমন: কেউ কসম করল, 'অমুকের জন্য এক পয়সার কোন জিনিস আমি কিনব না'। অথচ সে এক টাকার জিনিস কিনল, তাহলে কসম ভঙ্গ হবেনা। অথচ তার কথার উদ্দেশ্য এই হয় যে, না পয়সার কিনব না টাকার। কিন্তু যেহেতু শব্দগুলো দিয়ে এই মর্ম বুঝা যায় না, তাই সেটির গুরুত্ব হবে না। অথবা কেউ কসম করল, 'আমি দরজার দ্বারা বাইরে যাব না'। সে কিন্তু দেওয়াল ভেঙে বা সিঁড়ি লাগিয়ে বের হল। তাহলে কসম ভাঙ্গেনি। যদিও তার কথার উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে, ঘর থেকে বাইরে যাব না। (দুররে মুখতার রদ্দুল মুখতার, ৫ম খন্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

এরই আলোকে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। যেমন:

ডিম না খাওয়ার কসম করল

এক ব্যক্তি কসম করল, 'আমি ডিম খাব না'। সে আবার কসম করল, 'অমুক ব্যক্তির পকেটে যা আছে তা আমি অবশ্যই খাব।' দেখা গেল তার পকেটে ডিমই ছিল। কোটি কোটি হানাফীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন: এই ডিমটিকে কোন মুরগির নিচে রেখে দিন। যখন বাচ্চা বের হয়ে আসবে, তখন সেটিকে ভুনে খেয়ে নিবেন। কিংবা রান্না করে ঝোলসহ খেয়ে নিবেন। (এভাবে কসম পূর্ণ হয়ে যাবে)। (আল খাইরাতুল হিসান, ১৮৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

কসমের কতিপয় শব্দ

কেউ যদি 'وَاللهِ بِاللهِ تَاللهِ' বলে তাহলে তিনটি কসম হয়ে গেছে। 'বখোদা' কসম। 'বহলফে শরয়ী বলছি', '**আল্লাহ্**কে হাজির নাজির জেনে বলছি', '**আল্লাহ্**কে সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা জেনে বলছি', By God এসব কসমেরই শব্দ। **আল্লাহ্**কে হাজির নাজির জেনে বলছি এ ধরনের কথাতে কসম অবশ্য হয়ে যাবে কিন্তু **আল্লাহ্**কে 'হাজির নাজির' বলা নিষেধ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তাজেদারে মদীনা ﷺ এর কসমের শব্দাবলী

নবী করীম হুযুর পুর নূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই "وَمُقَلِّبَ الْقُلُوْب" (অন্তর সমূহ পরিবর্তনকারীর নামে কসম), "وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ" (যাঁর কুদরতের হাতে আমার জীবন তাঁর কসম) এই শব্দাবলী দিয়ে কসম করে থাকতেন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا হতে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বাধিক যে শব্দাবলী দিয়ে কসম করতেন তা হল, وَمُقَلِّبَ الْقُلُوْب (অর্থাৎ অন্তর সমূহ পরিবর্তনকারীর নামে কসম)।

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড , ২৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২১৭)

হুযুর পুরনূর ﷺ এর নামে কসম

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মলফুজাতে আ'লা হযরত'** কিতাবের ৫২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট আবেদন করা হয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে কসম করে ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে কি না? জবাবে তিনি ইরশাদ করেছেন: না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

পিতার নামে কসম করা কেমন?

আল্লাহ্‌র মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর আরোহী অবস্থায় সাক্ষাৎ হল। তখন তিনি (ওমর ফারূক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আপন পিতার নামে কসম করছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাকে পিতার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি কসম করে তাহলে সে যেন **আল্লাহ্**র নামেই কসম করে, না হয় চুপ থাকে।"
(সহীহ্ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৪৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের টীকায় বলেছেন: অর্থাৎ **আল্লাহ্** ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা নিষেধ করা হয়েছে। যেহেতু আরবরা সাধরণতঃ পিতা ও পিতামহের নামে কসম করে থাকত, তাই সেটির উল্লেখ হয়েছে। **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা মাকরূহ্। (মিরকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্**র নামে উদ্দেশ্য **আল্লাহ্**র সত্তাবাচক ও গুণবাচক নামসমূহের নামে। অতএব, কুরআন শরীফের নামে কসম করা জায়েয। কারণ, কুরআন মজীদ **আল্লাহ্**রই কালাম, আর **আল্লাহ্**র কালাম **আল্লাহ্র** গুণই। কুরআন শরীফে যুগ, আঙ্গুর, যাইতুন ইত্যাদির নামে কসম উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো শরয়ী কসম নয়। তাছাড়া এসব বিধি-বিধান আমাদের উপরই প্রযোজ্য; **আল্লাহ্ তা'আলা**র উপর নয়। (মিরআত, ৫ম খন্ড, ১৯৪. ১৯৫ পৃষ্ঠা)

কসমকালে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বললে কসম হবে কি না?

ফুকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেছেন: কসমে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বললে সেই কসম পূর্ণ করা আবশ্যক নয়। শর্ত হল اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বলাটা তার কসমের শব্দের সাথে সংযুক্ত থাকে, আর সংযুক্ত না থেকে যদি আ'লাদা হয়ে থাকে, যেমন: কসম করে চুপ হয়ে গেল কিংবা মাঝখানে অন্য কোন কথাবার্তা বলল: এরপর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বলল: তাহলে কসম বাতিল হবে না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৫ম খন্ড, ৫৪৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কসম করে আর সেই সাথে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জুড়ে দেয়, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।" **(তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৩৬)**

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ উক্ত হাদীসের টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ কসমের সাথে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জুড়ে দেয়। সার কথা হল, যদি ওয়াদা কিংবা কসমের সাথে সম্পৃক্ত করে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বলে, তাহলে এর বিপরীত করাতে গুনাহ্ হবে না, কাফ্ফারা দিতে হবে না।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)

বড় বড় গোঁফধারী বদমাশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আপনিও আপনার শহরে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন। এসব ইজতিমার বরকতে কেমন কেমন বিগড়ে যাওয়া লোকদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে গেছে, তার একটি ঝলক এই মাদানী বাহার হতে বুঝে নিন। যেমন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগ আলিমে দ্বীন বলেন: ১৯৯৫ সনে জনৈক ব্যক্তি যার নামে ১১টি ডাকাতির মামলা রয়েছে, যাতে একটি হত্যা মামলাও রয়েছে, এক বৎসরকাল জেলখানায়ও বন্দী ছিল। মহকুমায় চাকুরিও ছিল। বেতন ছিল ৩০০০। সে কিন্তু অবৈধ পন্থায় যেমন: গাছ বিক্রি করে, মদ ইত্যাদি বিক্রি করে মাসে ১০,০০০ পর্যন্ত উর্পাজন করত। তার বড় বড় গোঁফ ছিল। দেখলে ভয় সৃষ্টি হত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

একদা আমি **ইনফিরাদী কৌশিশ** করে তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিই। সে কিন্তু আমার দাওয়াত নাকচ করে দেয়। আমি সাহস হারায়নি। সময়ে সময়ে তাকে দাওয়াত দিতে থাকি। অবশেষে কম বেশি দুই বৎসর পর সে দাওয়াত কবুল করে নিল, আর সে রিভলবার (অস্ত্র) সহ ইজতিমায় যোগ দিল। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন আমারই বয়ান ছিল। তাও ছিল জাহান্নামের শাস্তি সংক্রান্ত। জাহান্নামের ধ্বংসাত্মকতা সম্পর্কে শুনে প্রচন্ড শীতকাল হওয়া সত্ত্বেও সেই বদমাশটি ঘামে ভিজে গেল। ইজতিমার পরে সে কান্না করতে রইল আর বলতে রইল, হায়! আমার কী অবস্থা হবে। আমি তো অনেক অনেক গুনাহ করেছি। অতঃপর সে তিন দিন জ্বরে আক্রান্ত ছিল। সে নিজের গুনাহের আধিক্য বুঝতে পেরেছিল। সে তাওবা করে নিল। নামাযও পড়তে লাগল। দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে সে আবার ইজতিমায় আসার সৌভাগ্য অর্জন করল। জান্নাতের বিষয়ে বয়ান শুনে তার আগ্রহ জাগল। ধীরে ধীরে সে মাদানী রঙে রঙ্গিন হতে লাগল। এমনকি সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। সে ঘর হতে টিভি বের করে ফেলল। (কেননা তাতে কেবল গুনাহপূর্ণ চ্যানেলগুলো দেখা হয়ে থাকত, মাদানী চ্যানেল তখনও আরম্ভ হয়নি)। সে দাঁড়ি ও সবুজ পাগড়ী পরিধান করার সৌভাগ্যও অর্জন করল। এই বয়ান দেয়ার সময়কালে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে লিপ্ত সাংগঠনিকভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে খোদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশের দায়িত্বে রত আছে।

আগর চোর ডাকু ভি আ জায়েঙ্গে তো সুধর জায়েঙ্গে গর মিলা মাদানী মাহল।
গুনাহগারো আও সিয়া কারো আও গুনাহোঁ কো দেগা ছোড়া মাদানী মাহল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

কসমের হিফাজত করবেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত কুরআন শরীফ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'**-এর ৫১৬ থেকে ৫১৭ পৃষ্ঠায় ১৪ পারার সূরাতুন নাহলের ৯১ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَیْكُمْ كَفِیْلًاؕ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۹۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং **আল্লাহ্**র ওয়াদা পূর্ণ করো, যখন পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও এবং শপথগুলোকে দৃঢ়করে ভঙ্গ করোনা; এবং তোমরা **আল্লাহ্**কে নিজেদের উপর জামিন করেছো, নিশ্চয় **আল্লাহ্** তোমাদের কাজ সম্পর্কে জানেন।"

৭ম পারার সূরা মায়িদার ৮৯ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন: وَاحْفَظُوْۤا اَیْمَانَكُمْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "এবং স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর।"

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে উক্ত আয়াতের টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ সেগুলো পূর্ণ করবে, যদি এতে শরীয়াত মতে কোন অসুবিধা না থাকে, আর হিফাজতের আওতায় এও যে, কসম করার অভ্যাস বাদ দিয়ে দেওয়া।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

উত্তম কাজ করার জন্য কসম ভঙ্গ করা

হযরত সায়্যিদুনা আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: "আমার কাছে এক ব্যক্তি ১০০ দিরহাম চাইতে এল। আমি অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম: তুমি তো আমার কাছে শুধু ১০০ দিরহাম চেয়েছ। অথচ আমি হচ্ছি হাতিম তাঈর পুত্র। **আল্লাহ্**র কসম! আমি তোমাকে দেব না। অতঃপর আমি বললাম: আমি যদি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণীটি না শুনতাম যে, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করল, অতঃপর সে তার চেয়ে উত্তম কিছুর ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে সে সেই উত্তম কাজটিই করবে। অতএব, আমি তোমাকে ৪০০ দিরহাম দিব।" (সহীহ মুসলিম, ৮৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৫১)

উত্তম কাজের জন্য কসম ভঙ্গ করা জায়েয কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উত্তম কোন কাজের জন্য কসম ভঙ্গ করার অনুমতি অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু ভঙ্গ করার পর কাফ্ফারা দিতে হয়। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আবুল আহওয়াছ আওফ বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন: আমি আরজ করলাম: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! মেহেরবানী করে ফয়সালা দিন, আমি আমার চাচাত ভাইয়ের কাছে কিছু চাইতে গেলে, সে আমাকে দেয় না। আত্মীয়তার সম্পর্কও রক্ষা করে না। কিন্তু সে যখন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তখন সে আমার নিকট আসে। আমার কাছে কিছু চায়। আমি কসম করে নিয়েছি যে, আমি তাকে কিছু দিব না, তার সাথে সম্পর্কও রাখব না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তখন **মদীনার তাজেদার, রাসুরদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে আদেশ দিলেন: যে কাজটি উত্তম সেটিই যেন আমি করি আর আমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দিই।

(সুনানে নাসায়ী, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৯৩)

অত্যাচারমূলক কষ্ট দেয়ার জন্য কসম করে ফেলল, এবার কী করবে?

কাউকে যদি অত্যাচারমূলক কষ্ট দেয়ার জন্য কসম করে থাকে, তাহলে সেই কসমটি পূর্ণ করা গুনাহ। সেই কসমের বদলায় কাফফারা দিয়ে দিতে হবে। যেমন: বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে: **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কোন ব্যক্তি যদি আপন পরিবারের কাউকে কষ্ট এবং ক্ষতি করার জন্য কসম করে, তাহলে তাকে কষ্ট দেওয়া আর কসম পূর্ণ করা, **আল্লাহ্ তা'আলা**র নিকট সেই কসমের বদলায় কাফ্ফারা (যা **আল্লাহ্** তার উপর ধায্য করে দিয়েছেন তা) দিয়ে দেওয়ার তুলনায় জঘন্য গুনাহ।"

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬২৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩তম খন্ড, ৫৪৯ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের ঘরের অধিবাসীদের কারো হক বিনষ্ট করার জন্য কসম করে বসে, যেমন: বলে, 'আমি আমার মায়ের খেদমত করব না' বা 'পিতার সাথে কথাবার্তা বলব না' এমন কসমগুলো পূর্ণ করা গুনাহ। তার উপর ওয়াজিব এমন কসম ভঙ্গ করে দেওয়া, আর পরিবারের হকসমূহ আদায় করা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মনে রাখবেন! এখানে উদ্দেশ্য এই নয় যে, এই কসমটি পূর্ণ না করাও গুনাহ্, কিন্তু পূর্ণ করা অধিক গুনাহ্। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এমন কসম পূর্ণ করা খুবই বড় গুনাহ্। পক্ষান্তরে পূর্ণ না করা সাওয়াবের কাজ। যদিও কসম ভঙ্গ করাতে **আল্লাহ্ তা'আলার** নামের বেয়াদবী হয়ে থাকে। তাই তো এর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হচ্ছে। কিন্তু এখানে কসম ভঙ্গ না করা অধিক গুনাহেরই কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৫ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

তালাকের কসম করা ও করানো কেমন?

কারো কাছ থেকে তালাকের কসম নেওয়া মুনাফিকের আ'লামত। যেমন: কাউকে এভাবে বলা: 'তুমি কসম কর, আমি যদি অমুক কাজটি করে থাকি, তাহলে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে'। এমনকি আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার'** ১৩ তম খন্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠায় হাদীস পাক উল্লেখ করেছেন: "কোন মুমিন তালাকের কসম করে না, আর তালাকের কসম কেবল মুনাফিকরাই নিয়ে থাকে।" (ইবনে আসাকির, ৫৭তম খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

কসমের কাফ্ফারা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ২৩৫ পৃষ্ঠায় ৭ম পারার সূরা মায়িদার ৮৯ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ
اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ
اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ
اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ
اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ
اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ
اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

(পারা: ৭, সূরা: আল মায়িদা, আয়াত: ৮৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "**আল্লাহ** তোমাদেরকে তোমাদের ভুল শপথের কারণে পাকড়াও করবেন না, অবশ্য সেসব শপথের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন, যেগুলো তোমরা সুদৃঢ় করেছ; এমন শপথের কাফ্ফারা হল দশজন মিসকিনকে আহার করানো, নিজের পরিবারের লোকদের যা আহার করাও তার মধ্যম মানের অথবা তাদের কাপড় দান করা কিংবা একজন গোলাম আযাদ করা। যে ব্যক্তি এসবে সক্ষমতা রাখে না সে তিন দিনের রোযা রেখে দেবে। এ হল তোমরা যখন কসম করবে তোমাদের শপথসমূহের কাফ্ফারা এবং নিজের শপথসমূহ রক্ষা করো। এভাবে **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাদেরকে নিজের নিদর্শনগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কসমের কাফ্ফারার ১৩টি মাদানী ফুল

কাফ্ফারার জন্য কসমের শর্তসমূহ

(১) কসমের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো পাওয়া না গেলে কাফ্ফারা দিতে হবে না। যে কসম করবে তাকে ❁ মুসলমান হতে হবে, ❁ বিবেকবান হতে হবে এবং ❁ প্রাপ্ত-বয়স্ক হতে হবে। কাফেরের কসম কসম নয়। অর্থাৎ কেউ (ঈমান আনার পূর্বে) কাফির থাকা অবস্থায় কসম করল, পরে ইসলাম গ্রহণ করল, তাহলে সে কসম ভঙ্গ করলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, আর **আল্লাহ্‌র** পানাহ! কেউ যদি কসম করার পর মুরতাদ হয়ে যায় (প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে) তাহলে তার কসম বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে যদি পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে এবং কসম ভঙ্গ করে এমতাবস্থায় কাফ্ফারা দিতে হবে না। ❁ কসমের আরও শর্ত এই, যে বিষয়ে কসম করা হয়েছে তা সম্ভবপর বিষয় হওয়া। অর্থাৎ ধারণা যাকে সম্ভাবনাময় বলে সাব্যস্ত করে, যদিও তা অস্বাভাবিক হয়ে থাকে এবং ❁ কসম ও যে বিষয়ে কসম করেছে উভয়টি একসাথে বলে থাকে। মাঝখানে সময়ের ব্যবধান থাকলে কসম হবে না। যেমন: ধরুন, কেউ তাকে বলতে বাধ্য করল যে, 'বল, **আল্লাহ্‌র কসম**'! সে বলল: '**আল্লাহ্‌র কসম**'! তাকে বলতে বলা হল: 'বল আমি অমুক কাজটি করব'। সে তাই বলল। এভাবে কসম সাব্যস্ত হবে না।

(ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

কসমের কাফ্ফারা

(২) গোলাম আযাদ করা। কিংবা ১০ জন মিসকিনকে আহার করানো। অথবা তাদের পোষাক পরানো। অর্থাৎ এ তিনটির যে কোন একটির অনুমতি রয়েছে। (তাব্ঈনুল হাকায়িক, ৩য় খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা) **(মনে রাখবেন!** কাফ্ফারা সেসব কসমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যে কসম ভবিষ্যতের জন্য করা হবে, অতীত কালের জন্য কিংবা বর্তমানের জন্য করা কসমের কোন কাফ্ফারাই নেই। যেমন; কেউ বলল: **‘আল্লাহ্র কসম,** গত কাল আমি এক গ্লাসও ঠান্ডা পানি পান করিনি’। বাস্তবে সে যদি পান করে থাকে, স্মরণ থাকা সত্ত্বেও যদি মিথ্যা কসম করে থাকে, তাহলে সে গুনাহ্গার হয়েছে। তাওবা করবে। কাফ্ফারা দিবে না)।

কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি

(৩) ১০ জন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে আহার করাতে হবে। যে মিসকিনগুলোকে সকাল বেলায় আহার করানো হয়েছে, সন্ধ্যা বেলায় তাদেরকেই আহার করাবে। অপর দশজনকে আহার করালে কাফফারা আদায় হবে না। এ হতে পারে যে, ১০ (দশ) জনকে একই দিনে (দুই বেলা) আহার করিয়ে দিবে। কিংবা প্রত্যহ ১ (এক) জন করে (দুই বেলা) খাওয়াবে। নতুবা ১ (এক) জনকেই ১০ (দশ) দিন ধরে উভয় বেলা খাওয়াবে। যেসব মিসকিনকে আহার করাবে, তাদের মধ্যে কেউ যেন শিশু না থাকে। আহার করানোতে অবাধ (খাওয়ার পূর্ণ অধিকার) ও মালিকানা দান করা। (অর্থাৎ ইচ্ছা হলে খাবে, ইচ্ছা হলে নিয়ে যাবে উভয় হতে পারবে)। এও হতে পারে যে, খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা‘ করে গম কিংবা এক সা‘ করে যব অথবা এর মূল্য ধরে টাকা দিয়ে দিবে।

(এক সা' হল ৪ কেজি থেকে ১৬০ গ্রাম কম আর অর্ধ সা' হল ২ কেজি থেকে ৮০ গ্রাম কম)। না হয়, ১০ দিন যাবৎ একজন মিসকিনকে প্রত্যহ সদকায়ে ফিতরের (ফিতরার) সমপরিমাণ দিয়ে দিবে। এমনও পারবে যে, কয়েকজনকে খাওয়াবে এবং বাকীদেরকে দিয়ে দিবে। মোটকথা হল, এর (কাফ্ফারা আদায় করার) সব কটি নিয়ম ও ধরন সেখান থেকেই (অর্থাৎ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের দ্বিতীয় খন্ডের ২০৫ থেকে ২১৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত (যিহারের) কাফ্ফারা সম্পর্কিত বর্ণনা থেকে) জেনে নিন। পার্থক্য কেবল এই যে, সে ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যিহারের কাফ্ফারায়) ৬০ জন মিসকিনের কথা উল্লেখ রয়েছে, আর এ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ কসমের কাফ্ফারায়) ১০ জনের। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৫ম খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা)

কাফ্ফারার জন্য নিয়্যত শর্ত

(৪) কাফ্ফারা আদায় হবার জন্য নিয়্যত শর্ত। নিয়্যত ছাড়া আদায় হবে না। অবশ্য যা মিসকিনকে দেওয়া হল, দেওয়ার সময় নিয়্যত করা হয়নি, কিন্তু তা এখনও তার নিকট বিদ্যমান আছে, এখন যদি নিয়্যত করে নেয়, তাহলে আদায় হয়ে যাবে। যেমন; যাকাতের বেলায় ফকিরকে দেওয়ার পর নিয়্যত করাতে একই শর্ত। অর্থাৎ এখনও সেই জিনিসটি ফকিরটির নিকট বিদ্যমান আছে, তাহলে নিয়্যত কাজে আসবে, নতুবা না।

(হাশিয়াতুত তাহতাভী আ'লাদ দুররিল মুখতার, ২য় খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

(৫) রমজান মাসে কেউ কাফ্ফারার আহার করাতে চাইলে সন্ধ্যা ও সাহ্‌রী উভয় বেলাতেই করাবে। অথবা ১ জন মিসকিনকে ২০ দিন পর্যন্ত সন্ধ্যা বেলায় আহার করাবে।

(আল জাওহারাতুন নাইয়িরা, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

কাফ্ফারায় ৩টি রোযার অনুমতি কখন?

(৬) যদি গোলাম আযাদ করার কিংবা ১০ জন মিসকিনকে আহার করানোর অথবা পোষাক দান করার তৌফিক না থাকে, তাহলে লাগাতার ৩টি রোযা রেখে দিবে। (প্রাগুক্ত)

কাফ্ফারা আদায় কালের অবস্থাই ধর্তব্য যে, রোযা রাখবে কি না ...

(৭) সেই সময়ের অপারগতাই গ্রহণযোগ্য, যে সময়ে কাফ্ফারা আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে। যেমন: ধরুন, যে সময়ে সে কসম ভঙ্গ করেছিল তখন সে সম্পদশালী ছিল, কিন্তু যখন কাফ্ফারা আদায় করবার ইচ্ছা করছে তখন সে (সম্পদহীন বা) অভাবী হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করতে পারবে। পক্ষান্তরে (কসম) ভঙ্গ করার সময় সে অভাবী ছিল, আর এখন (কাফ্ফারা আদায় করার সময়) সে সম্পদশালী হয়ে গেছে, তাহলে রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করতে পারবে না।

(আল জাওহারাতুন নাইয়িরা, ২৫৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

কাফ্ফারার ৩টি রোযাই লাগাতার রাখা আবশ্যক

(৮) ৩টি রোযা এক সাথে (একটির পর একটি করে) না রাখলে অর্থাৎ মাঝখানে বিরতি দিলে কাফ্ফারা আদায় হবে না, যদিও একান্ত অপারগ হয়েও মাঝখানে বিরতি হয়ে থাকে। এমনকি কোন মহিলা যদি হায়েজপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার পূর্বে রাখা রোযা ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পর নতুন সূত্রে লাগাতার ৩টি রোযা রাখতে হবে। (দুররে মুখতার, ৫ম খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

(৯) রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করার ক্ষেত্রে শর্ত হল, ৩টি রোযা শেষ হওয়ার এই (৩ দিনের) সময় কালে সম্পদ হস্তগত না হওয়া। যেমন: ধরুন, দুইটি রোযা রাখার পর এতটুকু পরিমাণ সম্পদ তার হস্তগত হল যে, সে কাফ্ফারা দিয়ে দিতে পারবে। এমতাবস্থায় রোযার মাধ্যমে সে কাফ্ফারা আদায় করতে পারবে না। বরং সে যদি তৃতীয় রোযাও রেখে ফেলে আর সূর্যাস্তের পূর্বে সে সম্পদ পায়, তাহলে রোযা যথেষ্ট নয়। যদিও সে এমনভাবে সম্পদের মালিক হয়, সে যে ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে এমন লোকটি মারা গেল, আর সে পরিত্যক্ত সম্পত্তি এতটুকু পাবে, তা দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা যাবে। (দুররে মুখতার, ৫ম খন্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা)

কাফ্ফারার রোযার নিয়্যতের দুইটি বিধান

(১০) ঐ রোযাগুলোর নিয়্যত রাতেই করে নিতে হবে, এটি শর্ত। এও শর্ত যে, কাফ্ফারার নিয়্যত হতে হবে। শুধু সাধারণ রোযার নিয়্যত করলেই হবে না। (মাবসূত, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা দিলে আদায় হবে না

(১১) কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা নেই। তাছাড়া দিয়ে থাকলেও (আদায় করলেও) আদায় হবে না। অর্থাৎ কাফ্ফারা দেওয়ার পরে কসম ভঙ্গ করে থাকলে পুনরায় দিবে। কারণ, যা পূর্বে দিয়েছিল তা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হয়নি। কিন্তু ফকিরকে দিয়ে দেওয়া বস্তু পুনরায় ফেরৎ নিতে পারবে না।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

কাফ্ফারার হকদার কে?

(১২) কাফ্ফারা এমন সব মিসকিনকে দেওয়া যাবে, যাদের যাকাত দেওয়া যায়। অর্থাৎ নিজের পিতা, মাতা, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির ব্যক্তিবর্গকে যাদের যাকাত দেওয়া যায় না, কাফ্ফারাও দেওয়া যাবে না। (দুররে মুখতার, ৫ম খন্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

(১৩) কসমের কাফ্ফারার টাকা-পয়সা মসজিদে ব্যয় করা যাবে না। কোন মুর্দার কাফনেও ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে যাকাত ব্যয় করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে কাফ্ফারার টাকা-পয়সাও ব্যয় করা যাবে না। (আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা) (কসম ও কাফ্ফারার বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"বাহারে শরীয়াত"** কিতাবের ২য় খন্ডের ২৯৮ থেকে ৩১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করুন)।

দ্বীনি বা সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠানকে কাফ্ফারার অর্থ দান করার গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

যদি দ্বীনি বা সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠানকে কাফ্ফারার টাকা দান করতে চান, তবে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বলে দিতে হবে যে, এটা কাফ্ফারার টাকা। এতে করে সে কাফ্ফারার টাকাগুলোকে আ'লাদা করে তাকে শরীয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে সে নিয়মে কাজে লাগাতে পারবে। অর্থাৎ একই মিসকিনকে দশ দিন পর্যন্ত দুই বেলা করে আহার করানো কিংবা দশ জন মিসকিনকে দৈনিক এক ফিতরা পরিমাণ অথবা দশ মিসকিনকে একই দিনে এক একটি সদকায়ে ফিতর পরিমাণের মালিক বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর সে (মিসকীন) তা নিজের পক্ষ হতে দ্বীনের কাজের জন্যে (প্রতিষ্ঠানকে) পেশ করবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

তু জুটি কসমছে বাঁচা ইয়া ইলাহী! মুজে ছাঁচ কা আ'দী বানা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মারহাবা! মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স মারহাবা!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিথ্যা কসম থেকে তাওবা করার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য, কথায় কথায় কসম করার বদ অভ্যাস দূর করার জন্য, জরুরী দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং সুন্নাতের উপর আমল করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স করে নিন। উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য আপনাদেরকে একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। যেমন: এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম এইরূপ: আমাদের এলাকার মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান এক যুবক অসৎসঙ্গের কারণে চরস (গাঁজা জাতীয় নেশা) টানতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ঘর ছেড়ে বাইরে থাকাই তার নিত্য দিনের কাজ ছিল। তার পিতা প্রায় সময় তাকে কবরস্থানে গিয়ে চরসিদের আড্ডা থেকে তুলে ঘরে নিতে আসতেন। তার ব্যাপারে ঘরের সবাই চিন্তিত ছিল। এক দিন এক ইসলামী ভাই সেই যুবকটিকে **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে তা মেনে নেয়।সে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় এসে যায়। তার ঘরে আনন্দের সীমা রইল না। ঘরের সবাই তার জন্য দো'আ করতে থাকে। যেন সে ভাল হয়ে যায়, কিন্তু ভয় রয়ে যায় যে আবার কখন ফিরে আসে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! কিছু দিন পর সে ফোন করল, "তরবিয়্যতি কোর্স ও ফয়যানে মদীনায় আমি খুবই আনন্দে আছি। ফয়যানে মদীনায় এমন লাগছে যে, মদীনা শরীফ থেকে যেন সরাসরি ফয়য্ আসছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আমি আমার সমস্ত গুনাহ্ হতে তাওবা করে নিয়েছি। এখন আমি জামাআত সহকারে নামায আদায় করি, সুন্নাত শিখছি। আমার খুব প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছে।" اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স থেকে ফিরার পর সে বাস্তবিকই বদলে গিয়েছিল। তার আশ্চর্যজনক পরিবর্তনে ঘরের সবাই সহ এলাকাবাসীরাও হতবাক হয়ে যায়। তার চেহারায় নূর বর্ষণকারী দাঁড়ি এবং মাথায় সবুজ পাগড়ীর মুকুট শোভা পেতে থাকে। সে আসার সাথে সাথেই ঘরের সকলের কাছে **ইনফিরাদি কৌশিশ** আরম্ভ করে দেয়। ফলশ্রুতিতে তার পিতা মাথায় সবুজ পাগড়ী ও মুখে দাঁড়ি সাজিয়ে নিলেন, আর নিয়মিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগদান করতে থাকেন। সম্মাণিত মাতা 'দরসে নেজামী' এবং তার বোন 'শরীয়াত কোর্স' করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যুবকটির পিতা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগকে বলেন: আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**-ওয়ালাদের জন্য বরকতের দো'আ করছি। বিশেষ করে তাদের জন্য যাঁরা আমার সন্তানের উপর **ইনফিরাদি কৌশিশ** করেছেন, আর ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতি কোর্সে তাৎক্ষণিক ভাবে নিয়ে যান। কেননা আমি তার চরিত্র নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিলাম। তার মা তো এতই চিন্তিত ছিল যে, একদিন রাগের বশবর্তী হয়ে কীট-পতঙ্গ মারার ঔষধ পর্যন্ত এনে রেখেছিল, হয় সে খেয়ে মরে যাবে, না হয় তার ছেলেকে খাওয়াবে। এখন তার মা কান্না করে করে এভাবে দো'আ করছে। বলছে: **আল্লাহ্!** তুমি **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর। কারণ, তাদের প্রচেষ্টায় আমার পথহারা ছেলে নেক্কার হয়ে গেছে।

আগর সুন্নাতে শিখনে কা হে জযবা তুম আ-যাও দেগা শিখায়ে মাদানী মাহল।
তু দাড়ী বাড়ালে আমামা সাজালে নেহি হে ইয়ে হার গিজ বুড়া মাদানী মাহল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৭ যিলকাদাতুল হারাম ১৪৩৪ হিঃ

13-10-2013

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
কানযুল ঈমানের অনুবাদ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	জুহারা নিরা	বাবুল মদীনা করাচী
তাফসীরে খাযিন	আকোড়া খটক	তাবিইনুল হাকায়িক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
হাশিয়াতুস সাবী আলাল জালালিন	দারুল ফিকির, বৈরুত	হাশিয়াতুল তাহতাভি আলাদ দুররে মুখতার	কোয়েটা
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	ফাতোওয়ায়ে আলমগীরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
বোখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারূফ, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	ফাতোয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত		
নাসাঈ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইত্তিহাফুস সা'দা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
জমউল জাওয়ামে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
শরহে সহীহ মুসলিম	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	তাজকিরাতুল ওয়ায়েজিন	পেশওয়ার
মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net